দৈনিক
ইত্তেফাক

7 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ...

পরীক্ষায় নকল ধরার 'অপরাধে'

গত ২৯ মে দেশের ৭টি শিক্ষাবোর্ডের ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। প্রথম দিন ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা মোটামুটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি কেন্দ্রে নকল ধরাকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন পরিদর্শক তথা শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটিয়াছে। ইত্তেফাকের শেরপুর সংবাদদাতা জানান, ৩১ মে ইংরেজী দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা চলাকালে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে নকলা চৌধুরী ছবরুননেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্র হইতে তিনজন ছাত্রকে জনৈক পরিদর্শক বহিষ্কার করেন। উহার জের হিসাবে বহিষ্কৃতরা ঐ পরিদর্শকের বাসায় হামলা চালাইয়া গৃহপরিচারিকাকে আহত ও বাসা ভাংচুর করে। পুলিশ অভিযুক্ত ৪ ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে দ্রুত-বিচার আইনে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ইহাছাড়া প্রথম দিনের পরীক্ষায় ময়মনসিংহ মহাকালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনায় একদল পরীক্ষার্থী বহিরাগতদের নিয়া ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও ও ভাংচুর করে। একই দিন দুমকী হাইস্কুল কেন্দে ভিজিলেন্স টিমের সদস্য আরিফ মাহমুদ কলেজের জনৈক শিক্ষক দেখিয়া লেখার সময় এক পরীক্ষার্থীর খাতা ১০ মিনিট আটকাইয়া রাখেন। পরীক্ষা শেষে ঐ পরীক্ষার্থী উক্ত শিক্ষককে বাকেরগঞ্জে বাসের মধ্যে আটকাইয়া মারধর ও গালাগালি করে। তাহাকে জোর করিয়া বাস হইতে নামাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলে যাত্রীরা তাহাকে রক্ষা করেন। গত কয়েকদিনে এরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা অনেকগুলি ঘটিয়াছে।

উল্লেখ্য, গত বৎসর ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষায় ৭ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছিল। এইবারের সংখ্যা এক হাজার। ইহাকে খাটো করিয়া দেখা যায় না। এইবারে এইচএসসি পরীক্ষায় নকল কমিলেও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় নকল কমে নাই। চট্টগ্রামে মাদ্রাসার ২৫ জন ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নকলসহ হাতেনাতে পাকড়াও করেন। তাহারা ক্ষমা চাহিয়াও রেহাই পায় নাই। থানা হইতে মুচলেকা দিয়া তাহাদের ছাড়া পাইতে হইয়াছে।

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় নকলরোধে কর্তৃপক্ষ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। নকলমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন শতকরা ৯০ ভাগের স্থলে শতকরা ১০০ ভাগ সরকারী তহবিল হইতে পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী। অন্যদিকে নকলপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন কমানো হইবে বলিয়াও তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছেন। সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনীতিক এবং ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি মন্ত্রী ও এমপিদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপের যে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দিয়াছেন তাহা কঠোরভাবে মানিয়া চলা হইলে পরীক্ষার পরিবেশ অধিকতর সুষ্ঠু হইতে বাধ্য। এই বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় দেড় সহস্রাধিক কেন্দ্রের মধ্যে দেড় শতাধিক কেন্দ্রকে অতি নকলপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এইসব কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরাসহ অতিরিক্ত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন ও শিক্ষা বোর্ডগুলি হইতে সার্বক্ষণিক ভিজিল্যান্স টিমের পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারের গৃহীত এইসব ব্যবস্থা কঠোরভাবে ও আন্তরিকতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ আইন যত ভালই হউক, যথাযথভাবে প্রয়োগের অভাবে উহার সঠিক ফল পাওয়া যায় না। গত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরের পরীক্ষা-পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ব্যাপারটি সঠিকভাবে দেখা হইলে আগামীতে তাহা একেবারে বন্ধ না হইলেও আরো হ্রাস পাইতে বাধ্য। দীর্ঘকাল ধরিয়া নকল ব্যাপারটি এই দেশে এমন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা হইতে সহজে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। তবে সরকারের কঠোর অবস্থানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকিলে নকল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী হইতে পারি।